উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান ,সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ , ২য় আদালত, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশনং-
তারিখ- ১৮/০৩/২৪

অদ্য নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত ও আপত্তি শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ হাজিরা দাখিল করেন। নথি নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে শুনানীর জন্য লওয়া হইল।

নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি কে শ্রবন করলাম। দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনা করলাম। অতপর নথি আদেশের জন্য নেওয় হলো।

দরখাস্তকারী পক্ষের কেস সংক্ষেপে এই নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক প্রাণকৃষ্ণ ছিল এবং তার নামে সি এস খতিয়ান প্রচারিত আছে। প্রাণকৃষ্ণে দুই পুত্রের মধ্যে হরি প্রসন্ন ওয়ারীশবিহীন মরনে অপর পুত্র যোগেশ চন্দ্র প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার থাকাবস্থায় মরনে ২ পুত্র শান্তিচরণ ও বিষ্ণুচরন পায়। শান্তিচরণ তৎ স্বত্বাংশীয় ১৬ শতক ভুমি ১/২/১৯৭৫ ইং তারিখের ১০৮৩ নং দলিলমূলে ১/২ নং বাদী গং বরাবর হস্তান্তর করেন। শান্তিচরন পুনরায় ১৬ শতক ভুমি ১/২/১৯৭৫ ইং তারিখের ১০৮৪ দলিলমূলে বলকিছ খাতুন গং বরাবর বিক্রি করেন। বলকিছ খাতুন তার অংশীয় ৮ শতক ১৪৪/১৯৯৬ নং কবলামুলে ১ নং বাদী বরাবর বিক্রি করেন। ১ নং বিবাদী জাহাঙ্গীর আলম হতে ও ৪ শতক ভুমি প্রাপ্ত হন। এভাবে ১ নং বাদী ৪ কবলামুলে ২০ শতক ভুমি প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। ১ নং বাদীর নামে ৩৩৭৬ নং নামজারি খতিয়ান সৃজিত আছে। ভুল বি এস খতিয়ানের অনুবলে বিবাদীগণ বাদীর শান্তিপূর্ণ ভোগদখলে বাধা প্রদান ; বাদীকে তথা হতে বেদখল ও হস্তান্তরের হুমকি প্রদর্শন করায় বাদী অনণ্যপায় হয়ে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেন।

দরখাস্তকারীপক্ষের বক্তব্য অস্বীকারপূর্বক ১ নং বিবাদী/প্রতিপক্ষ লিখিত আপত্তি দাখিল করেছেন। উক্ত লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য এই যে, নালিশী ভুমি রামকান্ত বিশ্বাসের ৪ পুত্র প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, নবীন বিশ্বাস, পূর্ন চন্দ্র বিশ্বাস ও শরৎ চন্দ্র বিশ্বাস এর ছিল। তাহার বিগত ০২/০১/১৯০৩ ইং তারিখে ৩৩২ নং অংশনামামূলে রায়তী স্বত্বে স্বত্ববান ছিলেন। তৎপর নিজ নিজ অংশে ভোগদখলকার থাকাবস্থায় মরনে তৎ পরবর্তী ওয়ারীশ গণ মালিক হন। রাম কান্তের ওয়ারীশ গণ তাদের স্বত্বীয় ভুমি ১৪/০৫/১৯৪১ ইং তারিখে ১৬৩৩ নং দেবোত্তরনামা দলিল মূলে শ্রী শ্রী মধূসূধন শালগ্রাম বিগ্রহের অণুকুলে নালিশী ভুমি সমর্পণ করেন। সেবায়েত হিসাবে নবীন চন্দ্র বিশ্বাসের পুত্র ভরত চন্দ্র গং দায়িত্বে থাকায় তাদের নামে পি এস জরিপ হয়। পরবর্তীতে তাদের নামে ১৪০১ নং এস এ জরিপ হয়। নালিশী বি এস ১৪০১ ১৪০২ খতিয়ানের ৩২ শতক ভুমি ১ নং বিবাদীর দখলে রয়েছে। বাদীপক্ষ জালজালিয়াতির আশ্রয়ে কবলা সৃজন করিয়া নিজ নামে জমাখারিজ খতিয়ান খুলেছে। উক্ত নামজারি খতিয়ানের বিরুদ্ধে আপত্তি মামলা চলমান আছে। নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগনের কোন স্বত্ব স্বার্থ ও দখল নেই। বাদীপক্ষ মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা

ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকূলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

উপরিউক্ত বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদীপক্ষ সি এস ৩৫৯/১১৬ নং খতিয়ানের সামিল আর এস ১৫৪১/২১৬৬ নং খতিয়ানের আর এস ১৬৯৬/১৬৯৭ তৎ সামিল বি এস ১৪০২/১৪০১ খতিয়ানের ১২৫২/১২৫৪/১২৫৩ নং দাগাদি আন্দরে ২৪ শতক ভূমি বাবদ ১-৭/৯ নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন। বাদীপক্ষের দাখিলীয় সি এস ৩৫৯/১১৬ নং খতিয়ান হতে দেখা যায় নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক রমাকান্তের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ ছিলেন। বাদীপক্ষের দাবিমতে প্রাণকৃষ্ণে দুই পুত্রের মধ্যে হরি প্রসন্ন ওয়ারীশবিহীন মরনে অপর পুত্র যোগেশ চন্দ্র প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার থাকাবস্থায় মরনে ২ পুত্র শান্তিচরণ ও বিষ্ণুচরন পায়। বাদীপক্ষের দাখিলী ১/২/১৯৭৫ ইং তারিখের ১০৮৩ নং কবলা হতে দেখা যায় শান্তিচরণ তৎ স্বত্বাংশীয় নালিশী আর এস ১৬৯৬/১৬৯৭ দাগে ১৬ শতক ভূমি ১/২ নং বাদীর নিকট বিক্রয় করেন। শান্তিচরন পুনরায় ১৬ শতক ভূমি ১০৮৪ দলিলমূলে বলকিছ খাতুন গং বরাবর বিক্রি করেন। বলকিছ খাতুন তার অংশীয় ৮ শতক ১৪৪/১৯৯৬ নং কবলামুলে ১ নং বাদী বরাবর বিক্রি করেন। উক্ত কবলার ফটোকপি হতে উহার সত্যতা পাওয়া যায়। ১৩/০৬/২০০৪ ইং তারিখের ১২৪৫ নং কবলা দৃস্টে ১ নং বাদী জাহাঙ্গীর আলম হতে ৪ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। প্রতীয়মান হয় যে এভাবে ১ নং বাদী উক্ত ৪ খানা কবলামুলে নালিশী আর এস ১৬৯৬/১৬৯৭ দাগে ২০ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। এছাড়া ২ নং বাদী ৪ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। বাদীপক্ষের দাখিলীয় নামজারি খতিয়ান হতে প্রতীয়মান হয় ১ নং বাদীর নামে ৩৩৭৬ নং নামজারি খতিয়ান সৃজিত আছে।

অপর দিকে বিবাদীপক্ষের দাবি হলো নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক **রামকান্ত বিশ্বাসের ৪ পুত্র প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, নবীন বিশ্বাস, পূর্ন চন্দ্র বিশ্বাস ও শরৎ চন্দ্র বিশ্বাস এর ছিল। তাহারা বিগত ০২/০১/১৯০৩ ইং তারিখে ৩৩২ নং অংশনামামূলে রায়তী স্বত্বে স্বত্ববান ছিলেন। ১৯০৩ ইং সনের এরকম কোন অংশনামা দলিল বিবাদীপক্ষ দেখাতে পারেননি। বিবাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে রামকান্ত বিশ্বাসের ৪ পুত্র প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, নবীন বিশ্বাস, পূর্ন চন্দ্র বিশ্বাস ও শরৎ চন্দ্র বিশ্বাস এর ওয়ারীশগণ তাদের স্বত্বীয় সমুদয় ভূমি ১৪/৫/৪১ ইং তারিখের ১৬৩৩ নং দেবোত্তরনামা দলিলমূলে শ্রী শ্রী মধূসূধন শালগ্রাম বিগ্রহের অণূকুলে নালিশী ভূমি সমর্পণ করেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলী উক্ত ১৬৩৩ নং দেবোত্তরনামার ফটোকপি হতে অনালিশী অনেক সম্পত্তি দেবোত্তর হিসাবে অর্পণের সত্যতা থাকলেও কঞ্জুরী মৌজার নালিশী আর এস ১৫৪১ ও ২১৬৬ নং খতিয়ানের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়েছে মর্মে পাওয়া যায়নি। আবার দাখিলী উক্ত আর এস খতিয়ানের সি.সি কপি হতে প্রতীয়মান হয়, উক্ত নালিশী খতিয়ানের ১৬৯৬/১৬৯৭ দাগাদির সম্পত্তির কোর্ফা প্রজা ছিলেন কালা মিয়া গং এবং উপরিস্থ মালিক ছিলেন নবীন চন্দ্র বিশ্বাস। পরবর্তীতে নবীন চন্দ্র বিশ্বাসের পুত্র ভারত চন্দ্র বিশ্বাস গংদের নামে বি এস ১৪০২/১৪০১ নং খতিয়ান হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষ উক্ত আর এস ও বি এস খতিয়ান ভুল দাবি করেছেন।**

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় বিবাদীপক্ষ নালিশী দাগাদির সম্পত্তি ১৯৪১ ইং সনের দেবোত্তরনরামা দলিল মূলে দাবি করলেও উক্ত দলিলে নালিশী কঞ্জুরী মৌজার আর এস ১৫৪১/২১৬৬ নং খতিয়ানের কোন সম্পত্তি অর্পিত হয়েছে মর্মে পাওয়া যায়নি। এদিকে সি এস খতিয়ান দৃষ্টে নালিশী সম্পত্তি মূল মালিক ছিলেন শুধুমাত্র রমাকান্তের পুত্র প্রানকৃষ্ণ। পরবর্তীতে প্রাণকৃষ্ণের জের ওয়ারীশের নিকট হতে ধারাবাহিক হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় ৪ টি কবলা মুলে বাদীগণ প্রাপ্ত হন এবং তাদের নামে বি এস নামজারি খতিয়ান সৃজিত হয়। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ তফসিলোক্ত নালিশী ভূমি আর এস ও বি এস খতিয়ানমূলে দাবি করলেও মূল মালিক প্রাণকৃষ্ণ হতে বিবাদীদের পূর্ববর্তীরা কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন তা পরিষ্কার নহে। তাছাড়া বিবাদীপক্ষ তাদের দাবিকৃত ১৯০৩ ইং সনের ৩৩২ নং অংশনামা দলিল দেখাতে পারেননি এবং কথিত দেবোত্তরনামা দলিলে নালিশী খতিয়ানের ভূমির কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। বিবাদীগণ ও তৎ পূর্ববর্তীর নামে আর এস ও বি এস খতিয়ান থাকলেও প্রতীয়মান হয় যে বাদীপক্ষের নামে নামজারি খতিয়ান সৃজিত রয়েছে এবং উক্ত নামাজারির বিরুদ্ধে আপত্তি কেস চলমান আছে। নামজারি খতিয়ান বাদীপক্ষের নামে বর্তমান থাকায় নালিশী ভূমিতে বাদীপক্ষের দখল বিষয়ে ইতিবাচক ধারনা আসে। বাদীপক্ষে হতে দাখিলীয় সকল দালিলিক প্রমানাদি এবং সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় ইহা অতি পরিষ্কার যে, বাদীপক্ষ তাহার পক্ষে প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়েছে এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা তাহাদের অনুকুলে। অত্র মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তপসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তির আকার ও প্রকৃতি সংরক্ষন এবং সম্মুন্নত রাখার দায়ভার অত্র আদালতের উপর অর্পিত বলে আমি মনে করি। সেইসাথে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরী। এরুপ অবস্থায় যদি স্থিতিবস্থার (Status Quo) আদেশ প্রদান করা হয় তাহলে কোনপক্ষই তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য।

অতএব

আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত গত ২৩/০১/২০২৪ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হলো। এতদ্বারা মামলার বাদীপক্ষ ও ১-৭/৯ নং বিবাদীপক্ষ কে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় পর্যন্ত নালিশী তফসিল বর্নিত ভূমিতে স্থিতিবস্থা (Status Quo) বজায় রাখার নির্দেশ প্রদান করা হলো। সেক্ষেত্রে উভয়পক্ষ নালিশী সম্পত্তির কোন প্রকার আকার প্রকৃতি পরিবর্তন বা হস্তান্তর বা নালিশী ভূমিতে যেকোন কোন ধরনের নির্মান কাজ করা হতে বিরত থাকবেন।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

আগামী ---------- ইং ---------- ।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম